তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

সহজ পাঠ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

সহজ পাঠ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

গ্রন্থনা : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৮

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

তথ্য মানে ক্ষমতা, তথ্য মানে শক্তি

তথ্য কী? তথ্য মানে ক্ষমতা, তথ্য মানে শক্তি। একসময় ভাবা হতো টাকার অপর নাম শক্তি। যার টাকা আছে সেই ক্ষমতাবান। কিন্তু আধুনিক সমাজে দেখা গেল জ্ঞানের ক্ষমতা টাকার চেয়ে বেশি। তাই বলা হলো 'জ্ঞানই শক্তি'। এখন আমরা যখন আরও আধুনিক তখন বলা হচ্ছে 'তথ্যই শক্তি'। কারণ যার কাছে যত তথ্য সে তত জ্ঞানী, তত ক্ষমতাবান।

সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনার-আমার ক্ষমতা কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সংবিধান। সেখানে বলা হয়েছে–

'জনগণ দেশের সকল ক্ষমতার মালিক'

আপনি-আমি যদি দেশের মালিক হয়ে থাকি তাহলে দেশের সব সম্পদের মালিক আমরা! দেশের টাকা, আমাদের টাকা!

দেশের টাকা, আমাদের টাকা

আমরা প্রতিদিন বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন : তেল-লবণ, চাল-ডাল, জামাকাপড়, সাবান-সোডা ইত্যাদি কিনে থাকি। আবার ছেলেমেয়েদের জন্য বই-খাতা-কলম, খেলনা এসব কিনি। এভাবে সুঁই থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি কিংবা জুতা থেকে শুরু করে সোনার গয়না যা-ই কিনি না কেন, সেখানে আমরা ভ্যাট বাবদ টাকা দিয়ে আসি। আবার আমরা জমির জন্য খাজনা দিই, রোজগারের ওপর কর দিই। এভাবে—

আমাদের সবার দেওয়া টাকা মিলে হয় দেশের টাকা, সরকারি তহবিল।

আবার বিদেশ থেকে যে ঋণ বা অনুদানের টাকা আসে সে টাকাও জনগণের নামেই আসে।

একইভাবে এনজিওর মাধ্যমে বিদেশ থেকে যেসব টাকা দেশে আসে তাও জনগণের টাকা। কারণ জনগণের উন্নয়নে ব্যয় করার জন্যই এসব টাকা এনজিওগুলোকে দেওয়া হয়। সুতরাং—

দেশের সব সম্পদ, সব টাকার মালিক আমরা।
আমাদের টাকায় দেশ চলে।

আমাদের টাকায় দেশ চলে তাই আমার টাকার হিসাব চাই। আমাদের টাকায় যাঁদের বেতন হয় তাঁদের সবার কাজের হিসাব চাই।

আমার টাকা, আমার হিসাব

একটি দেশের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনগণকে ঘিরে। জনগণের অর্থাৎ দেশের মালিকের কল্যাণ সাধন করাই এসব কাজের উদ্দেশ্য। জনগণের কল্যাণ সাধনের এই কাজগুলো করে সরকার। সরকারি কাজের সব ব্যয় হয় আমার-আপনার টাকা থেকে।

আমার টাকায় দেশ চলে, দেশের সব কাজ হয়। তাই সব কাজ, সব বরাদ্দ, সব খরচের হিসাব আমাকে জানতে হবে।

আবার, জনগণের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। তাঁদের কাজ জনগণের সেবা করা। এর বিনিময়ে তিনি বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পান। এই বেতন, ভাতা ও সুবিধার টাকাও আসে জনগণের টাকা থেকে।

তাই জনগণের কাছে তাঁদের কাজের জবাবদিহিতা করতে হবে। অর্থাৎ কার কী দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কি-না তা আমাদের জানতে হবে।

জনগণ এসব তথ্য জানতে পারলে জনগণের কাছে সব কাজ, সব ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও সবার কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

তথ্য জানার অধিকার, আমাদের সবার

যেহেতু আমরাই দেশের মালিক, দেশের সব সম্পদের মালিক, তাই দেশের সব তথ্যও আমার তথ্য। তা ছাড়া, আমাদের অর্থাৎ জনগণের সেবার কাজ করতে গিয়েই তো এসব তথ্য তৈরি হয়েছে।

তাই প্রকাশ পেলে রাষ্ট্র ও জনগণের ক্ষতি হবে, এমন তথ্য ছাড়া সব তথ্য জানতে পারা জনগণের অধিকার।

এলক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে—

জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য

এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন দেশের যেকোনো নাগরিক সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বা বিদেশি টাকায় চলে, এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারবে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে এসব প্রতিষ্ঠান তাঁকে তথ্য দিতে বাধ্য।

এ কারণেই বলা হয়, 'তথ্য চাইলে জনগণ, দিতে বাধ্য প্রশাসন'

'তথ্য অধিকার' কেন দরকার?

আমরা আগেই জেনেছি, জনগণ দেশের মালিক, দেশের সব সম্পদের মালিক। তাই জনগণ যদি দেশের তথ্য জানতে না পারে, তাহলে সে মালিকানার কি কোনো অর্থ আছে? তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের মালিক হিসাবে জনগণের ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়েছে। এখন আমরা আমাদের টাকার হিসাব চাইতে পারি, আমাদের কর্মচারীদের কাজের জবাব চাইতে পারি। দেশের মালিক হিসাবে এগুলো আমার ক্ষমতার অংশ।

তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে

তথ্য অধিকার স্বচ্ছতা আনে। স্বচ্ছ হলে একপাশ থেকে অন্যপাশকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তথ্য জানার মাধ্যমে জনগণ সরকারি-বেসরকারি কাজের সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। প্রশাসনের কোথায় কী হচ্ছে তা যদি জনগণ জানতে পারে, তাহলে তাদের কাজে স্বচ্ছতা আসবে।

তথ্য অধিকার সব স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে

চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। তথ্য অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এভাবে যদি দেশে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা পায়, সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ে, তাহলে দুর্নীতি কমে যাবে, দেশে সুশাসন সংহত হবে। এভাবে আমরা পাব আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। তথ্য অধিকার আইন হলো আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি।

তাইতো স্লোগান উঠেছে,
'তথ্য পেলে মুক্তি মেলে,
সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে।'

তথ্য কী?

মানুষের জানার আগ্রহ অসীম। এক জীবনে মানুষ অনেক কিছু জানে। তার পরও মানুষ আরও জানতে চায়। এই জানার আগ্রহ চিরকালের। এর কোনো শেষ নেই। আমরা যা-কিছু জানি এবং যা জানতে চাই তা-ই তথ্য।

আমাদের প্রতিদিনের চলমান জীবনের জন্য কতকিছু জানতে হয়, আমাদের চলাফেরা, লেখাপড়া, সংসার চালানো, চিকিৎসা, আহার ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে হয়। এ ছাড়া দেশের খবর, বিদেশের খবর, আকাশের খবর এবং মহাকাশের খবরও আমরা জানতে চাই।

এভাবে কত অসীম আর বিচিত্র আমাদের জানার চেষ্টা। এই জানা বা না-জানা খবরগুলো সবই তথ্য। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কী, তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে আইনের মধ্যেই।

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কী?

সহজ ভাষায় তথ্য অধিকার আইনে তথ্য হলো : কর্তৃপক্ষের অফিসে যা কিছু সংরক্ষিত আছে তার সব—

- তার ফাইলে যত কাগজ সংরক্ষিত আছে;
- ফাইলের বাইরে থাকা সংরক্ষিত কাগজ;
- কম্পিউটারে অফিসের যা-কিছু সংরক্ষিত আছে;
- অফিসে সংরক্ষিত বই, খাতা, নকশা, মানচিত্র, দলিল;
- ছবি, ভিডিও, অডিও, ফিল্ম;
- তথ্য বা উপাত্ত আছে এমন অন্য সবকিছু।

তবে সরকারি অফিসের ফাইলে যে নোটশিট থাকে তা তথ্য নয়।

তথ্য কারা দেবে?

এতক্ষণে জানলাম যে আমরা তথ্য চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। কিন্তু এই কর্তৃপক্ষ কারা? কারা এই কর্তৃপক্ষ হবেন আইনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ হলো–

- সকল সাংবিধানিক সংস্থা
- সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
- সরকারি ও বিদেশি সাহায্যে চলে, এমন সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

তবে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি অফিসে তথ্য চাওয়া যাবে না। তাদের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসে চাইতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে তথ্য চেয়ে আবেদন করা যাবে। কারণ এরা স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে আরও স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান থাকলে তাদের কাছেও তথ্য চাওয়া যাবে।

তথ্য পাব তো!

এটি আমাদের সাধারণ সন্দেহ, আসলেই কি আমরা তথ্য পাব! সত্যিই কি তারা তথ্য দেবে! এতদিন তো তারা অফিসের তথ্য গোপন রেখেছে। সাধারণ মানুষ যেন তথ্য জানতে না পারে সে জন্য তাদের ছিল বিশেষ যত্ন।

এ কথা ঠিক যে আমাদের দেশে একটা সময় নিয়ম ছিল তথ্য গোপন করা। জনগণ যেন তথ্য জানতে না পারে সে জন্য ইংরেজ সরকার আইন করেছিল। শুধু কি তাই, আমরা গ্রামগঞ্জের মানুষেরা কি সাহস করে সরকারি অফিসে যেতে পেরেছি? ব্যয়ের হিসাব বা কাজের জবাব চেয়েছি?

কিন্তু সময় এখন বদলে গেছে। ইংরেজরা চলে গেছে, পাকিস্তানিরাও গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণ দেশের মালিক। জনগণকে ক্ষমতাবান করতে নেওয়া হচ্ছে নানা পদক্ষেপ। যার একটি হলো তথ্য অধিকার আইন জারি। আমাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। তথ্য গোপনের দিন শেষ।

তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পর জনগণের তথ্য পেতে আর কোনো বাধা নেই।

কয়েকটি ঘটনা জানলেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে—

হাসপাতাল আর আগের মতো নেই

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা হাসপাতাল আর আগের মতো নেই। এখানে এখন নিয়ম মেনে সেবা দেওয়া হয়। ডাক্তাররা ঠিকমতো রোগী দেখেন, রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাও এখন ঠিকমতো মেলে। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে গ্রামের একজন সাধারণ নারী রাশিদার একটি আবেদনের ফলে।

চৌগাছা উপজেলার প্রত্যন্ত জামালতা গ্রামের গৃহবধূ রাশিদা খাতুন। তিনি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে যান। সেখানে রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ওষুধ বরাদ্দ থাকলেও তিনি কোনো ওষুধ পাননি। দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হয়েছে। রাশিদা আগেই শুনেছেন, সরকারি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুসারে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ওষুধের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবেদন করেন। সম্পূর্ণ তথ্য না পেয়ে তিনি আইন অনুসারে যশোর জেলা সিভিল সার্জনের কাছে আপীল করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে।

তথ্য কমিশন অভিযোগের শুনানি করে সব তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয় এবং ভবিষ্যতে এরকম অসদাচরণ না করার জন্য সতর্ক করে।

এই একটি আবেদন চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবার মান বদলে দেয়। শুধু বিনামূল্যে ওষুধ প্রাপ্তি নয়, অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানুষ সেবা পেতে থাকে। এই সফলতা আসে তথ্য অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। একজন সাধারণ নারীর একটি সাধারণ আবেদন এলাকাবাসীর কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠে।

তথ্য চেয়ে সঞ্চয়ের টাকা ফেরত পেলেন বরিশালের দরিদ্র নারীরা

শাহনাজ ও লিলি বেগম। বরিশাল সদর উপজেলার সরদারপাড়ায় থাকেন। সংসারে সচ্ছলতা আনতে সরকার পরিচালিত পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বরিশাল সদরের অধীন সরদারপাড়া সমিতির ৭ নম্বর দলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন।

তাঁরা ২০০৮ সালের শেষের দিকে সমিতিতে সপ্তাহে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করতে শুরু করেন। পরে তাঁরা সেখান থেকে ঋণ নিয়ে নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন। পাস-বইয়ের হিসাব অনুসারে লিলির লাভসহ মোট ২৪ হাজার ৪৩৯ টাকা এবং শাহনাজের ২১ হাজার ৬৯ টাকা জমা হয়েছে।

একসময় তাঁরা দুজনেই তাঁদের জমানো টাকা উত্তোলন করার জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন অফিসে যোগাযোগ করেন। কিন্তু অফিস জানায়, তাঁদের যে পরিমাণ টাকা জমা আছে তার চেয়েও বেশি পরিমাণে ঋণ নেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা সঞ্চয়ের টাকা তুলতে পারবেন না।

এমন কথায় তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কষ্টের সংসারে খেয়ে-না-খেয়ে তাঁরা এই টাকা জমিয়েছেন। সেই টাকা হারানোর শোক সহ্য করা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

এর মধ্যে একজন উন্নয়নকর্মীর সহায়তায় তাঁরা তথ্য অধিকার আইনে বরিশাল পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনে আবেদন করেন। পাস-বইয়ের ফটোকপিসহ আবেদন করে তাঁরা তাঁদের সঞ্চয় ও ঋণের হিসাবসংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। পাশাপাশি সরদারপাড়া সমিতির ৭ নম্বর দলের সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণের হিসাবও তাঁরা জানতে চান। কারণ সমিতির বাকি সদস্যরাও এই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন।

এই আবেদন পাওয়ার পর ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের টনক নড়ে। শাহনাজ ও লিলি বেগমকে ডেকে এনে তাঁরা তাঁদের সঞ্চয় ফেরত দেন। শুধু শাহনাজ ও লিলি নয়, সরদারপাড়া সমিতির ৭ নম্বর দলের বাকি প্রায় ৯০ জন সদস্যের জমানো টাকাও তাঁরা ফেরত দিতে বাধ্য হন।

আমাদের তথ্য, আমাদের অধিকার

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সঠিকভাবে তথ্য চাইলে তথ্য পাওয়া যায়। কোনো আফিস যদি তথ্য না দেয়, তবে প্রতিকারের ব্যবস্থাও এই আইনে আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তথ্য না দিলে পার পাওয়া যাবে না।

দেওয়ার মতো তথ্য হলে দিতেই হবে।

তবে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তথ্য গোপন করা অফিসগুলোর বহু দিনের অভ্যাস, বহুকালের চর্চা। কদিনেই তা বদলে যাবে, এমন ভাবার কারণ নেই। তবে আমরা যদি তথ্য চাই এবং তা পাওয়ার জন্য উদ্যোগী হই, তাহলে সবার মধ্যে তথ্য প্রদানের অভ্যাস তৈরি হবে।

তথ্য পেতে হলে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য পেতে অবশ্যই লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদনটি করতে হবে অফিসের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' বরাবর।

- সব অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের জন্য আবেদন নেবেন ও তথ্য দেবেন

তথ্য চেয়ে আবেদনের জন্য একটি নির্ধারিত ফরম রয়েছে। 'ক' ফরম। কোন তথ্য চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' বরাবর—

- 'ক' ফরমে আবেদন করতে হবে
- ফরম পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে লিখেও আবেদন করা যাবে।

কার্যদিবস হলো অফিস খোলা থাকার দিনগুলো। ২০ কার্যদিবস মানে, অফিস খোলা আছে এমন ২০টি দিন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপনার আবেদন গ্রহণ করবেন। তিনি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য দেবেন। তিনি তথ্য সত্যায়িত করে দেবেন।

তথ্য পেতে হলে তথ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এই মূল্য খুব বেশি নয়। প্রতি পৃষ্ঠা ফটোকপির জন্য মাত্র ২ টাকা হারে দিতে হবে। তথ্য যদি অন্য প্রকৃতির হয়, যেমন : ছাপানো, সিডি ইত্যাদি তাহলে তথ্যের প্রকৃত দাম দিতে হবে।

আবেদন করে যদি তথ্য না পান?

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো তথ্য বা জবাব না দেন; অথবা

জানিয়ে দিলেন যে তথ্য দেওয়া যাবে না; অথবা
কিছু তথ্য দিলেন আর কিছু তথ্য দিলেন না

তখন উর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

- ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে
- 'গ' ফরম পূরণ করে আপীল দায়ের করতে হবে

আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল পাওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

আপীল করেও তথ্য না পেলে...

ধরুন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপীল দায়ের করলেন। কিন্তু তিনিও জানিয়ে দিলেন যে তথ্য দেওয়া যাবে না। তখন কী করবেন?

- আপীল করে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে
- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগ করুন
- নির্ধারিত ফরম পূরণ করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়

তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে আপনার অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ ৭৫ দিন সময় নিতে পারবে।

তথ্য কমিশন আমার-আপনার তথ্য অধিকার সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে। কেউ তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করলে তথ্য কমিশন তার বিচার করে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী হলে তথ্য কমিশন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া

নির্ধারিত 'ক'-ফরমে আবেদন

১০ কার্যদিবসের মধ্যে অপারগতা

২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান

তথ্য বা জবাব না পেলে বা জবাবে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে 'গ'-ফরমে আপীল দায়ের

১৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি

আপীলের জবাব না পেলে বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের

৪৫ দিন অথবা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি

ফরম কোথায় পাবেন?

আপনারা জেনেছেন, তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হলে নির্ধারিত ফরম ('ক'-ফরম) পূরণ করে আবেদন করতে হয়। একইভাবে আপীল ও অভিযোগ দায়েরের জন্যও রয়েছে নির্ধারিত ফরম। এখন প্রশ্ন হলো—

এই ফরম কোথায় পাওয়া যাবে?

প্রথম উত্তর হলো, এই বইয়ের শেষের দিকে তিনটি ফরম দেওয়া রয়েছে। আপনারা এই পাতা থেকে ফটোকপি করে ব্যবহার করতে পারেন। আবার এই ফরমের মতো করে কম্পিউটারে বা হাতে লিখেও আবেদন করতে পারেন।

অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ফরমগুলো থাকতে পারে। যদিও তাঁর কাছে ফরম থাকা বাধ্যতামূলক নয়, তবুও আপনি চেয়ে দেখতে পারেন।

এ ছাড়া, তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইটে ফরমগুলো আছে। আপনি আপনার নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা কম্পিউটারের মাধ্যমে সেবাদানকারী যেকোনো দোকানে গিয়ে নিচের ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিলে তিনি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ফরমটি খুঁজে আপনাকে প্রিন্ট দিয়ে দিতে পারবেন। তবে এজন্য আপনাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আবেদন, আপীল ও অভিযোগ দায়েরসংক্রান্ত ফরম পাওয়ার ঠিকানা :

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট : www.infocom.gov.bd

বাংলাদেশ পোর্টাল : www.bangladesh.gov.bd

ফরম পোর্টাল : www.forms.gov.bd

এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

আবেদন, আপীল, অভিযোগ এতসব ধাপের কথায় ভয় পেয়ে যাননি তো? এমনটি ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে আপনাকে তথ্য পেতে এই সবগুলো ধাপ পার হতে হবে। সাধারণত আবেদন করেই আপনি তথ্য পেয়ে যাবেন। যদি কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দেন সেজন্য এসব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তা ছাড়া, তথ্য পাওয়া আমার অধিকার। আমার অধিকার আদায় করতে আমাকে কষ্ট করতে হতেই পারে। এজন্য ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে আমাদেরই ক্ষতি। তথ্য অধিকার আমাদের অন্য সব অধিকার অর্জনের চাবি। তাই এই অধিকার পাওয়ার জন্য যদি আমাদের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে হয়, তবুও আমাদের যেতে হবে।

মনে রাখবেন, দেশের অন্য সব আইন জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন জনগণ সব অফিসের ওপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইন আমাদের আইন, তাই এর সফল প্রয়োগে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

কার কাছে কী তথ্য

সরকার জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। এসব সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নানা স্তরে নানা ধরনের অফিস রয়েছে। এদের কেউ কৃষিসেবা দেয়, কেউ দেয় স্বাস্থ্যসেবা, কেউ ভূমি, কেউ শিক্ষা, কেউ বা আবার যাতায়াতসেবা দেয়। নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এমন অনেক ধরনের সেবা আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকি।

দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোও আমাদের নানা সেবা দিয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ : আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, যেমন—ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

এ ছাড়া, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, কৃষিসেবা, ভৌত কাঠামো নির্মাণ, বিবাদ মেটানোসহ নানা সেবা দিয়ে থাকে। তাই সেখানে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্য রয়েছে। আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য চাইতে পারি।

উপজেলা পর্যায়ের অফিস : ইউএনও অফিস, ভূমি অফিস, কৃষি অফিস, শিক্ষা অফিস, যুব উন্নয়ন অফিস, সমাজসেবা অফিস, থানা, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, উপজেলা হাসপাতাল এমন অনেক সরকারি অফিস বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে অনেক এনজিও রয়েছে। এসব অফিসে আমাদের সেবাসংক্রান্ত বহু তথ্য রয়েছে। আমরা এসব তথ্য জানলে তাদের কাজে স্বচ্ছতা আসবে এবং জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

এ ছাড়া, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি অফিস ও এনজিও এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ বহু অফিস রয়েছে। এসব অফিস থেকে আমরা তথ্য চাইতে পারি।

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,

.... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম : ....

পিতার নাম : ....

মাতার নাম : ....

বর্তমান ঠিকানা : ....

স্থায়ী ঠিকানা : ....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন): ....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) : ....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....,

....(নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ....
২।	আপীলের তারিখ	: ....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	: ....
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: ....
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: ....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: ....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: ....
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: ....
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: ....

আবেদনের তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : ....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : ....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : ....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : ....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

____
(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

প্রশ্নোত্তরে তথ্য অধিকার আইন

প্রশ্ন : 'তথ্য অধিকার' অর্থ কী?

উত্তর : কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা কী?

উত্তর : কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিক তথ্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তা সরবরাহ করতে বাধ্য।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ কারা?

উত্তর : সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা।

প্রশ্ন : সার্বিকভাবে এই আইনের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর :

- চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা;
- জনগণের ক্ষমতায়ন;
- কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- দুর্নীতি হ্রাস; এবং
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন : তথ্য প্রদান ইউনিট কী?

উত্তর :

(অ) সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোনো অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।

প্রশ্ন : এই আইনে তথ্য বলতে আমরা কী বুঝব?

উত্তর : কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইন্সট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন : তথ্যের জন্য আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক ইউনিটে একজন নির্ধারিত ব্যক্তি থাকেন, তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তাঁর পদবি কী?

উত্তর : তথ্য প্রদানকারী 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে হয়?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে।

প্রশ্ন : তথ্য পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : লিখিতভাবে ('ক' ফরম পূরণ করে) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবদন করতে হয়। এ ছাড়া ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করা যাবে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য থাকলে কত দিনের মধ্যে তা দিতে বাধ্য থাকবে?

উত্তর : ২০ কার্যদিবসের মধ্যে।

প্রশ্ন : আবেদনকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ যুক্ত থাকলে কর্তৃপক্ষ কত দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবে?

উত্তর : ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে।

প্রশ্ন : মূল্য পরিশোধ করতে হয় কি?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : মূল্যের পরিমাণ কত?

উত্তর : তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিল অনুসারে তথ্যের মূল্য—

- লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ) এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং এর চেয়ে বড় মাপের কাগজের ক্ষেত্রে এর প্রকৃত মূল্য।
- ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আবেদনকারী যদি ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি বিনামূল্যে তথ্য পাবেন অথবা ডিস্ক, সিডি ইত্যাদির প্রকৃত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষের এমন প্রকাশনা, যা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে সেসব প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনার নির্ধারিত মূল্য প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন : মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল্য জানানোর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত চালান কোডে (চালান কোড-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) নির্ধারিত মূল্য জমা দিয়ে চালানের কপি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাইলে তথ্যের মূল্য বাবদ নগদ টাকাও রসিদের মাধ্যমে জমা নিতে পারেন।

প্রশ্ন : তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কত দিনের মধ্যে এবং কীভাবে অপারগতার কথা জানাবেন?

উত্তর : ১০ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অপারগতা জানাবেন। সেখানে তিনি অপারগতার কারণ উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রত্যয়ন করে দেবেন কি? দিলে তা কীভাবে দেবেন?

উত্তর : হ্যাঁ। তিনি সরবরাহকৃত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে' এ মর্মে প্রত্যয়ন করবেন। এতে তাঁর নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল থাকবে।

প্রশ্ন : আইনে তৃতীয় পক্ষ কারা?

উত্তর : তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

প্রশ্ন : আবেদন করে তথ্য না পেলে অথবা আংশিক বা ভুল তথ্য পেলে পরবর্তী করণীয় কী?

উত্তর : আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল।

প্রশ্ন : আবেদন করে তথ্য না পেলে কত দিনের মধ্যে আপীল করতে হয়?

উত্তর : ৩০ দিনের মধ্যে।

প্রশ্ন : তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়ার কোনো বিধান তথ্য অধিকার আইনে আছে কি?

উত্তর : আবেদনকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার থেকে মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অনুরোধের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করার বিধান রয়েছে।

প্রশ্ন : তথ্য না পেলে অথবা আংশিক বা ভুল তথ্য পেলে কী করবেন?

উত্তর : আপীল দায়ের।

প্রশ্ন : আইন অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ কে?

উত্তর : (অ) কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

প্রশ্ন : আপীল আবেদনের জন্য কোন ফরম ব্যবহার করতে হয়?

উত্তর : ফরম ‘গ’।

প্রশ : কার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়?

উত্তর : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তথ্য চেয়ে না পেলে কার কাছে আপীল করবেন?

উত্তর : জেলার ‘সিভিল সার্জন’-এর কাছে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার আইন অনুসারে ইউএনও অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য চেয়ে না পেলে কার কাছে আপীল করবেন?

উত্তর : সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে।

প্রশ্ন : আপীল কর্তৃপক্ষ কতদিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন?

উত্তর : আপীল আবেদন পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।

প্রশ্ন : আপীল করে তথ্য না পেলে পরবর্তী করণীয় কী?

উত্তর : তথ্য কমিশনে অভিযোগ।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশন কী?

উত্তর : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন গঠিত কমিশন। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশন-এর গঠন সম্পর্কে বলুন।

উত্তর :

(১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দুজন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হবে, যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী।

প্রশ্ন : আপীলে ব্যর্থ হলে কত দিনের মধ্যে কার কাছে অভিযোগ করতে হবে?

উত্তর : ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে।

প্রশ্ন : অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের জন্য সময়সীমা কত দিন?

উত্তর : সাধারণভাবে ৪৫ দিন এবং সর্বোচ্চ ৭৫ দিন।

প্রশ্ন : কোনো কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করলে কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে করণীয় কী?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী আপীল দায়ের না করেই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আইনে কিছু তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এটি আইনের কোন ধারায় তা বলা আছে?

উত্তর : ধারা ৭-এ।

প্রশ্ন : কিছু তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ নির্ধারণের বিবেচ্য কী?

উত্তর : কিছু স্পর্শকাতর তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই তথ্যসমূহ নির্ধারণের বিবেচ্য হলো বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(২)-এ প্রদত্ত বাধানিষেধ। এগুলো— রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থ কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা।

প্রশ্ন : কোন ধরনের তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়?

উত্তর : দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে; জনগণের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হতে পারে; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে; প্রকাশে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বা আদালত অবমাননা হতে পারে; তদন্তকাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তসংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য, ইত্যাদি তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়।

প্রশ্ন : কয়টি সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে?

উত্তর : আটটি গোয়েন্দা সংস্থা।

প্রশ্ন : আইন ভঙ্গ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য কী শাস্তির বিধান আছে?

উত্তর :

- প্রতিদিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা, তবে এই জরিমানা কোনোক্রমেই ৫ হাজার টাকার বেশি হবে না।
- বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।